রাজনৈতিক পরিবার (পলিটিক্যাল ফ্যামিলি) ও রাজনৈতিক উত্তারাধিকার (পলিটিক্যাল ডাইনেস্টি) (১ম পর্ব)

"যদি ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হতে পারে, ইঞ্জিনিয়ারের ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে, আর্মির ছেলে আর্মি হতে পারে, ব্যারিস্টারের ছেলে ব্যারিস্টার হতে পারে; তবে রাজনীতিবিদের ছেলে/মেয়ে কেন রাজনীতিবিদ হতে পারবে না"? বর্তমান প্রধান মন্ত্রী ৯/১১ পরবর্তী সময়ে এই যুক্তি দিয়েছিলেন। অকাট্য যুক্তি!

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আর্মি, ব্যারিস্টার এর ছেলে/মেয়ে দের তাদের বাবা মার প্রফেশনে যাওয়াটা খুবই সাধারন ব্যাপার। যে কারো ছেলে/মেয়ে যে কোনো প্রফেশনে যেতে পারে এবং তাতে কারো কিছু বলার নেই। (ইদানীং কালে একটি সিনেমা ও হয়েছে, নাম 'মাঝির ছেলে ব্যারিস্টার'। খোঁজ নিয়ে জেনেছি এটি 'জীবন থেকে নেওয়া' বা 'আবার তোরা মানুষ হ' ধরনের কোনো বক্তব্যধর্মী সিনেমা নয়, এটি 'স্বামী কেন আসামী' টাইপ ছবি! উপরের বিষয়ের সাথে সম্পূর্ন সম্পর্কহীন)।

আসুন উপরের বিষয়টা একটু তলিয়ে দেখা যাক । আসলে ব্যাপারটা এতটা সহজ হলে তো ভালই হতো। সব ল্যাঠা চুকে যেত! ইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, একাডেমী কিসসুর দরকার হতো না! 'নূহ নবীর নৌকার মতো' সব প্রফেশনের কয়েক জোড়া করে নিয়ে নেলেই হতো! বিধি বাম, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আর্মি, ব্যারিস্টার এর ছেলে মেয়েদের, তাদের বাবা মার প্রফেশনে যেতে হলে তাদের কে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি বা একাডেমী থেকে, প্রতিটি স্তরে প্রতিযোগিতা করে ভর্তি হয়ে, পাশ করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আর্মি, ব্যারিস্টার হতে পারে। শুধু জন্মসূত্রে কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আর্মি, বা ব্যারিস্টার হতে পারেন না। আর বাবা মা'র জায়গায় যেতে হলে নিজের যোগ্যতা প্রমান করতে হয়। পাশ করার পরে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের ছেলে কিন্তু এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে পেশা জীবন শুরু করেন, যেমন্‌টি করেন জেনারেল এর ছেলে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসাবে। বাবা মা'র পদে বা তার কাছাকাছি যে তারা পৌছাবে, এমন কোন গ্যারান্টি নেই।

পাস করার পর ডাক্তার, ব্যারিস্টার এবং অন্য পেশাজীবি যারা প্রাইভেট প্রাকটিস করেন তাদের ছেলে মেয়েরা, বাবা মার চেম্বারে প্রাইভেট প্রাকটিস করতে চাইলে তারা কিছুটা বাড়তি সুবিধা পান (হেড ষ্টার্ট) বা পাওয়া সম্ভব। যেমন, শুরুতে তাদের বাবা মার ক্লায়েন্টদেরকে পেতে পারেন। কিন্তু ডিগ্রি ছাড়া আমার বাবা/মা ডাক্তার বা ব্যারিস্টার বিধায় বাবা/মা'র চেম্বারে বসলে মনে হয় না খুব একটা কাজে দিবে!

উপরের পেশাগুলির সাথে রাজনীতিবিদ পেশার পার্থক্য এই যে,রাজনীতিবিদ হওয়ার জন্য কোন নূন্যতম যোগ্যতার দরকার হয় না। যে কোন ব্যাক্তি, যখন খুশী রাজনীতিতে যোগ দিতে পারেন, নিজেকে রাজনীতিবিদ বলে দাবী করতে পারেন। তাই রাজনীতিবিদদের সন্তানরা রাজনীতি করলে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয় (পলিটিক্যাল ফ্যামিলি'র ক্ষেত্রে)। কিছু কিছু গর্হিত পেশায়'ও কোন নূন্যতম যোগ্যতার দরকার হয় না, যেমন চুরি, বাটপারি ইত্যাদি। আর সমস্ত পেশার মদ্ধে একটাই মিল, এবং সেটা হলো, বাবা মা'র জায়গায় যেতে হলে সব পেশায় নিজের যোগ্যতা প্রমান করতে হয়।

তাই, আপত্তিটা বা প্রশ্ন উঠে তখনি, যখন সরকার প্রধান বা দলীয় প্রধানের স্বামী/স্ত্রী, সন্তান বা কোন কোন ক্ষেত্রে ভাই'রা সরাসরি বা সর্টকাটে, দলপ্রধান,প্রধান মন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হতে চান বা তাদের হওয়াটা গ্যারান্টীযুক্ত করা হয় (পলিটিক্যাল ডাইনেস্টি'র ক্ষেত্রে)! এ ক্ষেত্রে সরকার প্রধান বা দলীয় প্রধানের স্বামী/স্ত্রী, সন্তান, কোন কোন ক্ষেত্রে ভাই হওয়াটাই তাদের প্রধান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এক মাত্র যোগ্যতা বলে বিবেচিত হয়।

রাজনৈতিক পরিবার (পলিটিক্যাল ফ্যামিলি)
রাজনৈতিক পরিবার এর ক্ষেত্রে পারিবারিক পরিচিতি সাহায্য করলেও নিজস্ব যোগ্যতা হচ্ছে মূল চালিকা শক্তি। বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম পূরানো রাজনৈতিক পরিবার হচ্ছে ভারতের নেহেরু পরিবার। জওহরলাল নেহেরুর বাবা মতিলাল নেহেরু'র থেকেই এই পরিবারের শুরু। আমেরিকায় আছে কেনেডী ও বুশ, পলিটিক্যাল ফ্যামিলি। এক সময় কেনেডী'রা এগিয়ে থাকলেও সম্প্রতি বুশ'রা তাদের পেছনে ফেলে দিয়েছেন। আমেরিকায় অবশ্য উপমহাদেশের মত, ব্যাপারটা এত সোজা নয়, প্রতিদ্বন্ধিতা করে উপরে উঠতে হয়। অপঘাতে দুই ভাই এর মৃত্যূ হওয়া সত্তেও, সিনেটর টেড কেনেডি, অনেক চেষ্টা করেও প্রেসিডেন্ট এর নমিনেশন পান নি, প্রেসিডেন্ট হওয়াতো দূরের কথা। ।

জওহরলাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধীর পরে রাহুল আর প্রিয়াংকা'র মধ্যে রাহুল ই এখন প্রধান্ মন্ত্রী হওয়ার অপেক্ষায়। জওহরলাল নেহেরু থেকে ইন্দিরা গান্ধীর উত্থান পর্যন্ত ব্যাপারটা ছিল রাজনৈতিক পরিবার এর সংজ্ঞার মধ্যে। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর রাজীব গান্ধীর ক্ষমতা গ্রহন এর মধ্য দিয়ে ভারতে রাজনৈতিক উত্তারাধিকার এর সূত্রপাত। জাপানেও শুরু হয়েছে আর এক রাজনৈতিক পরিবারের উত্থান।

রাজনৈতিক উত্তারাধিকারঃ
রাজনৈতিক উত্তারাধিকার এর ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্পর্ক টাই প্রধান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এক মাত্র যোগ্যতা বলে বিবেচিত হয়। যেমন হয়েছে, সিরিয়াতে এক্স এয়ারফোর্স পাইলট, প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদের ডাক্তার ছেলে, বাশার আল আসাদ, এখন প্রেসিডেন্ট। সাদ্দাম বেচে থাকলে ছেলে উদে বা তার ভাই হয়তো একদিন প্রেসিডেন্ট হতো, তা এক রকম নিশ্চিত ছিল। আর পোলান্ডে তো প্রেসিডেন্ট, সম্প্রতি নিজের জমজ ভাইকে(আইডেন্টিকাল টুইন) প্রধান মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দিয়েছেন (চ্যারিটী বিগিন্স এট হোম!)। শুনা যায়, পোলান্ডের প্রেসিডেন্ট আর প্রধান মন্ত্রী নাকি সব সময় নির্দিষ্ট রঙ এর স্যূট পরেন, তা নাহলে হলে বুঝা যায় না কে প্রেসিডেন্ট আর কে প্রধান মন্ত্রী!

কমুনিস্ট বিশ্ব ও পিছিয়ে নেইঃ
হারাধনের ছেলের মতো, হাতে গোনা কয়েকটি কমুনিস্ট দেশের মধ্যে নর্থ কোরিয়া আর কিউবা অন্যতম। রাজনৈতিক উত্তারাধিকার এর ক্ষেত্রে এই দুটি দেশ ও পেছিয়ে নেই! কিউবাতে ফিডেল ক্যাস্ট্রো'র ভাই, রাউল ক্যাস্ট্রো এরই মধ্যে ডিফেক্টো রুলার হিসাবে কাজ চালাচ্ছেন। আর নর্থ কোরিয়াতে 'গ্রেইট লিডার' কিম ইল সাং এর ছেলে 'ডিয়ার লিডার' কিম জং ইল এখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন পার্টি ও দেশের (হেল ফেইটেড নর্থ কোরিয়া)।

যদিও লেনিন, স্টালিন, চেয়ারম্যান মাও কেউই রাজনৈতিক উত্তারাধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন না (চেয়ারম্যান মাও এর ছেলে কোরিয়া'র যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন), কিন্তু তাদের 'মতবাদে বিশ্বাসীরা' (!), নিজ নিজ দেশে, রাজনৈতিক উত্তারাধিকারের মতবাদ চালু এবং বাস্তবায়ন করে চলেছেন জোরেশোরে। । মনে হচ্ছে পূর্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিন, সব দিকেই, নেতারা জর্জ বুশ (২য়) এর মতো বেহায়া হয়ে যাচ্ছেন।

উপমহাদেশঃ
ইন্দিরা গান্ধীর, নেহেরুর মেয়ে হিসাবে পরিচিতি ছিল কিন্তু নেহেরুর মৃত্যুর পর লাল বাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর অকাল মৃত্যু না হলে ইন্দিরা গান্ধী কবে প্রধান মন্ত্রী হতেন বা আদৌ হতেন কিনা তা নিয়ে অনেক বিতর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই ইন্দিরা গান্ধীর তুলনায় রাজনীতিতে একেবারে অনভিজ্ঞ রাজনৈতিক রাজীব গান্ধী শুধু মাত্র মা'র মর্মান্তিক মৃত্যুর কারনেই সরাসরি প্রধান মন্ত্রী হন! আর সেই থেকেই কংগ্রেস ও ভারতে শুরু হয় সত্যিকার অর্থের উত্তারাধিকারের রাজনীতি।

রাজীব গান্ধীর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর সোনিয়া গান্ধী নিজে সরাসরি ক্ষমতা না নিয়ে যে রাজনৈতিক দুরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসার দাবীদার। এই মুহূর্তে ভারতে সোনিয়া, রাহুল আর প্রিয়াংকা'র মধ্যে রাহুলের ই সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি পরবর্তী প্রধান মন্ত্রী হওয়ার । নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হওয়ার পর, সোনিয়া নিজে প্রধান মন্ত্রী না হয়ে, মনমোহন সিং কে প্রধান মন্ত্রী করে, আরো একবার রাজনৈতিক দুরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছেন । আর এই সময়টা তিনি রাহুল্ কে দিয়েছেন, নিজেকে তৈরী (প্রিপেয়ার) করার জন্য, সাথে সাথে নেহেরু/গান্ধী পরিবারকে আবারও রাজনৈতিক পরিবার এ রূপ দিয়েছেন।

গনতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল হওয়ায়, পাকিস্তানের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম, বেনজীর ভুট্টো, পি পি পি' র প্রধান পদটা 'উইল' করে ছেলের নামে লিখে দিয়েছেন। কাগজে কলমে রাজনৈতিক পরিবার থেকে রাজনৈতিক উত্তারাধিকার এ রূপান্তর। উইলে নাকি আরো উল্লেখ আছে, যতদিন ছেলে লায়েক না হয়, ততদিন,ছেলের বাবাই হবে দলের প্রধান এবং সেই সূত্রে প্রেসিডেন্ট(জারদারি'র জমিদারি আর কি, একেবারে রাজকন্যা সহ/ছাড়া সিংঘাসন)!! অবাক হওয়ার কিছু নেই, যেই পাকিস্তানিরা 'উইক ডেইস এ অফিস এবং রাস্তায় আর উইকেন্ড এ (শুক্রবার জুম্মার সময়) মসজিদে' নিয়মিত বোমা ফাটায়, তাদের কাছ থেকে এর চেয়ে আর কি ভাল আশা করা যায়?

ভারত আর পাকিস্তানের সাথে আমাদের পার্থক্য একটাই, তাদের শুধু মাত্র একটি প্রধান দলে এই রাজনৈতিক উত্তারাধিকার এর ধারা প্রচলিত। আর আমাদের দেশে প্রধান দুই দলেই, এই রাজনৈতিক উত্তারাধিকার এর ধারা প্রচলিত। (উই আর ফায়ারিং অল সিলিন্ডারস)! এর ব্যাখ্যা হতে পারে এই যে, দূর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশত ভারত আর পাকিস্তানের শুধু একটী মাত্র প্রধান দল বা দলের নেতা/নেত্রীরা ভায়োলেন্স এর প্রধান শিকার, আর আমাদের দেশে প্রধান দুই দল বা দলের নেতারাই ভায়োলেন্স এর প্রধান শিকার।

এটা ভাবার কোন কারন নাই যে ভারত আর পাকিস্তানের অর্ধেক জনগন আবেগের রাজনীতি করে না। ভারত আর পাকিস্তানের, বিরোধী দল প্রধানের অপঘাতে মৃত্যু হলে যে তার উত্তারাধিকারীরা ক্ষমতায় আসবে তা একরকম নিশ্চিত, এটা শূধু মাত্র সময়ের ব্যাপার। আইউব খান আর জ়িয়াউল হকের ছেলে তো, মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছেন। প্রধান মন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হতে পারেন নাই তার সম্ভাব্য কারন আইউব খান এর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, তার পতনের পরে। শুধু তাই নয়, আইউব খান এর রাজনৈতিক দলও তেমন জনপ্রিয় এবং সংগঠিত ছিল না (শেরে বাংলা ফজলুল হকের ছেলে ফয়জুল হকের ব্যাপারটাও, অনেকটা একই রকম)। আর জ়িয়াউল হকের তো কোন দলই ছিল না মরার সময়।

শ্রীলঙ্কায় সরকার প্রধান সলোমন বন্দরনায়েকা'র হত্যার তিন বছর পর, তার স্ত্রী শ্রীমাভো বন্দরনায়েকা সর্বমোট ১২ বছর সরকার প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে তাদের মেয়ে, চান্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা সরকার প্রধান হন। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কায় নতুন এক পলিটিক্যাল ডাইনেস্টির উদয় হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট মাহিন্দ রাজাপাকশা এর নেতৃত্তে।

এই উপমহাদেশের বর্তমান প্রায় সব প্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রী তাদের বাবা, মা, স্বামী, স্ত্রীর হত্যার পর উদ্ভুত পরিস্তিতিতে রাজনীতিতে প্রবেশ ও ক্ষমতায় আরোহন করেন বা সময় হলেই করবেন। যখন এই উপমহাদেশের কোন দেশে রাজনৈতিক পরিবার (পলিটিক্যাল ডাইনেস্টি) ট্র্যাজেডির শিকার হয়, তখন সেই দেশে রাজনৈতিক উত্তারাধিকার এর সূত্রপাত হওয়াটা রীতিমত নিয়মে পরিনত হয়েছে। যেমনটি হয়েছে, ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর রাজিব গান্ধীর কিংবা বেনজির ভুট্টো'র মৃত্যুর পর জারদারির উত্থান এর মধ্য দিয়ে।

বাংলাদেশে ও হয়েছে, কিন্তু একটু অন্যভাবে; । যেমন, বঙ্গবন্ধু'র মৃত্যুর পর শেখ হাসিনা'র বা জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর খালেদা জিয়ার উত্থান (ডিলেইড ইন বোথ কেইস)। বাংলাদেশের এই দুই নেত্রী কিন্তু সরাসরি ক্ষমতায় যান নি, আন্দোলন ও নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় গিয়েছেন। তাই এই উত্থানকে আমরা দুই রাজনৈতিক পরিবারএর উত্থান বলতে পারি। শেখ হাসিনার পর শেখ রেহানা বা জয় কিংবা খালেদা জিয়া'র পর তারেক বা কোকো যদি সরাসরি দল বা সরকার প্রধান হয়, তখন ই সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশে ও রাজনৈতিক উত্তারাধিকার এর সূত্রপাত হবে।

তাই আমরা দেখতে পাই, বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানে রাজনৈতিক পরিবার এবং রাজনৈতিক উত্তারাধিকার এই দুই ধারার সাথে রক্তপাত মিলে মিশে এক নতুন ধারার (আমার ভাষায়, 'হাইব্রিড পলিটিক্যাল ডাইনেস্টি'!) সৃষ্টি করেছে। উপমহাদেশের দেশগুলিতে রাজনৈতিক উত্তারাধিকার বা রক্তের উত্তারাধিকারের সাথে রক্তপাত এর খুব নিবীড় সম্পর্ক দেখা যায় (Dynasty becomes die-nasty)।

কি অদ্ভুত মিল! 'হাইব্রিড ফসল' এর মত, দেখা যাচ্ছে, 'হাইব্রিড পলিটিক্যাল ডাইনেস্টি'ও বেশী সাফল্য (বেটার পারফরমেন্স বা ইল্ডস) অর্জন করছে। তাই তো ভারত, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানে, এই পর্যন্ত প্রতিটি প্রধান হাইব্রিড পলিটিক্যাল ডাইনেস্টি থেকে তিন তিনজন সরকার প্রধান হয়েছেন আর বাংলাদেশে তিন হবে হবে করছে। আমার মতে এই 'হাইব্রিড পলিটিক্যাল ডাইনেস্টি'র বেশী সাফল্যের পিছনের মূল চালিকা শক্তি (মেইন ড্রাইভিং ফোর্স) হচ্ছে, সাধারন জনগনের সিমপ্যাথী ভোট ও দলীয় নেতা কর্মীদের বিরাট অংশের অন্ধ আনূগত্য ও বিশ্বাস।

প্রেসিডেন্ট জিল্লুর রহমান, অবশ্যই আওয়ামী লিগের সবচেয়ে প্রবীন, ত্যাগী ও যোগ্য প্রার্থী ছিলেন, প্রেসিডেন্ট পদের জন্য। তিনি ১৯৯৬ সালেই প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য ছিলেন। স্ত্রী আইভি রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর, ২০০৯ সালে তার প্রেসিডেন্ট হওয়াটা কি হাইব্রিড পলিটিক্যাল ডাইনেস্টির বেটার পারফরমেন্স কথা মনে করিয়ে দেয় না?

নাজমুল আহসান শেখ, প্রকৌশলী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, জানুয়ারী ২০১০, সিডনী
Victory1971@gmail.com